International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-II, March 2021, Page No. 22-27
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

COVID-19 এবং সমসাময়িক ভারতের পরিযায়ী শ্রমিক: একটি পর্যালোচনা

অর্জুন সরদার
স্নাতকোত্তর, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
আসিফ সরদার
স্নাতকোত্তর, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

Abstract:
Migrant Labours or Workers are the architect of Modern India. With their labour, India has been building herself more stronger. They are in large numbers all over India. They mainly work in an informal sector. The main source of their income is from wages. Most of them are from backward classes. Their Socio-economic background is very impoverished. Covid-19 pandemic came in their life as a new threat or challenge. They have been affected most. They lost their jobs, lives due to the nationwide lockdown. There was no work left in their hand to run their family. Some of them starved, some died on the road while returning at home and some returned to their own household. But their destitute condition remain unchanged. In this research article, we have tried to analyze the Migrant issue during pandemic and conditions of Migrant Labours in contemporary India.
Keywords: Covid-19, Migrant Labour, Socio-economic background, Lockdown, India.

ভূমিকা: করোনা বৈশ্বিক মহামারী (**Covid-19**) আমাদের বেশ কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে , যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিচিত একটি নাম হল- **'পরিযায়ী শ্রমিক'** (Migrant Labour)। এতদিন যারা এই 'শব্দ' টির সাথে পরিচিত ছিলেন না, তারাও হয়তো এর সাথে আজকে অধিক পরিচিত। দেশভাগের পর যে সংকট বা সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছিল সেই রকম একটি সমস্যা আরও একবার দেখা দিল বর্তমান সময়ে। ভারতের রাস্তায় দেখা গেল অগণিত মানুষের ঢল। তারা ক্ষুধার্ত, অসহায়– তবুও বাঁচার তাগিদে নিজ বাড়ি ফেরার অধীর আগ্রহ। করোনা মহামারীর ফলে যখন দেশজুড়ে লকডাউন, জনতা কার্ফু চলছিল, সাধারণ মানুষ যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাড় করে গৃহবন্দী হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ই ভিনরাজ্য বা ভিনদেশ থেকে এই পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজ জায়গায় ফেরার চেষ্টা করছিল। কিন্তু, সকলে যে ফিরতে পারল—তা নয়, কেউ পারল, কেউ পারল না, কেউ বা মাঝপথে অন্য কোথাও রয়ে গেল। অনেককেই মৃত্যুবরণ করতে হলো। তবে পরিযায়ী শ্রমিকদের এই দুরবস্থা নতুন কোনো ঘটনা নয়। তাদেরকে সবসময় নানান সমস্যার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। তবে, এই মহামারী যে তাদের ওপর খুব বড় প্রভাব ফেলেছে, তা কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না ।

- **পরিযায়ী শ্রমিক কারা ?**

পরিযায়ী শ্রমিক হলো তারাই, যারা কাজের সন্ধানে বা কাজের উদ্দেশ্যে ভিনরাজ্যে বা ভিনদেশে পাড়ি দেয়। এই পরিযায়ী শ্রমিকরা কোনো জায়গায় স্থায়ী থেকে কাজ করেনা , করতে পারেনা। তাদের সেখানে থাকার কোনো উদ্দেশ্য নেই। এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কাজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এরা মূলত অস্থায়ীভাবে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে।

একটি পর্যবেক্ষণ বলছে, দেশের 6 ভাগের এক ভাগ পরিবারের কেউ না কেউ কর্মজনিত পরিযায়ী, যে সংখ্যাটি প্রায় 100 মিলিয়ন বা দশ কোটি (*তুম্বে, 2019*)।

করোনা পরিস্থিতিতে ভারতের শহরতলীর বাসিন্দারা যেন হঠাৎ ই লক্ষ্য করলেন— লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক হাঁটছেন। কিন্তু, পরিযায়ী শ্রমিকরা কি এই প্রথমবার হাঁটছেন? - না, সারাবছর-ই তারা হাঁটে, তাদেরকে হাঁটতে হয়। একত্র থেকে অন্যত্র কাজের উদ্দেশ্যে হাঁটতে হয়। করোনা পরিস্থিতিতে এবারে তারা পেটে খিদে নিয়ে হাঁটছে। লকডাউনে সবকিছু বন্ধ থাকায় তাদের কাজের কোনো জায়গা নেই। এদের সঞ্চিত কোনো অর্থও নেই। এই পরিযায়ী শ্রমিকদের একটি বড় অংশকে বলা হয় ***'Footloose Migrant'***। কোনও সমীক্ষায় এরা ধরা নেই। কোনও সামাজিক সুরক্ষা এদের নেই। পরিযায়ী শ্রমিকদের এই স্রোতের সাথে বাঁধা রয়েছে গ্রামীণ ভারতের বাস্তব চিত্র। 2001 সালের জনগণনা-র সঙ্গে 2011 -র জনগণনা তুলনা করলে দেখা যাবে — 9 কোটি 10 লক্ষ মানুষ গ্রাম থেকে শহরে এসেছে। 2016 সালের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, দেশে মোট শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ কোটি, যেটি 2011 -র জনগণনায় ছিল প্রায় 45 কোটি। **World Economic Forum (WEF)** এর মতে, দেশে আনুমানিক 139 মিলিয়ন পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন (শর্মা, 2017)। পরিযায়ী শ্রমিকদের বেশিরভাগই উত্তর প্রদেশ ও বিহার থেকে, তারপর রয়েছে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান থেকে। মুম্বই ও দিল্লী শহর পরিযায়ী শ্রমিকদের বেশি আকৃষ্ট করে। 2011- এর **'Census of India'** মতে, মহারাষ্ট্রে সর্বাধিক পরিমাণে পরিযায়ী রয়েছে।

Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) এবং আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যলয়ের একটি সমীক্ষা র রিপোর্ট (2019) জানাচ্ছে যে, দেশের বড় বড় শহরে 29% হলো ভিনরাজ্যের শ্রমিক, তারা বেশিরভাগই দৈনিক মজুরিতে কাজ করেন । 2016 সালের '**অর্থনৈতিক সমীক্ষা রিপোর্ট**' এ বলা হয়েছে— দেশে পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় 10 কোটি। '**জাতীয় নমুনা সমীক্ষা**' র একটি রিপোর্ট এ বলা হয়েছে — এই পরিযায়ী শ্রমিকদের 38% হল ঠিকা শ্রমিক। এদের প্রতিদিন কাজ থাকলেও তারা অস্থায়ী শ্রমিক। এর সঙ্গে রয়েছে হকার, ছোটো দোকানদার, মাছ বিক্রেতা, রিক্সা চালক ও আরও নানান পেশার মানুষ।

এদিকে বিশ্ব ব্যাংক (World Bank) এপ্রিলেই (2020) জানিয়েছিল, লকডাউন চার কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের জীবনে প্রভাব পড়েছে। আর এপ্রিলেই কাজ হারিয়েছেন 12 কোটি 15 লক্ষ দেশবাসী। সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হকার, দিনমজুর, ছোট ব্যবসায়ীরা। তাঁদের মধ্যে ন'কোটি 12 লক্ষেরই আর কাজ নেই হাতে *(Bengali desk, sep 15, 2020)।*

Centre for Monitoring Indian Economy জানিয়েছে, দেশে রোজগেরেদের মধ্যে 35 শতাংশই এই হকার, দিনমজুর, ছোট ব্যবসায়ী। এদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হয় না। তাই লকডাউনের ধাক্কা তাঁদের ওপরই পড়েছে বেশি।

- **পরিযায়ী শ্রমিকরা পরিযায়ী হচ্ছে কেন?**

1990 এর দশক থেকে গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। অথচ ভারতবর্ষে কৃষিই হল আয়ের মূল উৎস। অনিয়মিত বৃষ্টি, সেচের অভাব, আর্থিক সমস্যা প্রভৃতি সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ায়, তারা ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন পেশায়। বেশিরভাগই পেটের দায়ে হয়ে উঠছেন নির্মাণ শ্রমিক । তথ্য বলছে, এদেশে 1990-2000 সালের মধ্যে কৃষকের মর্যাদা হারিয়েছেন 75 লক্ষ চাষী, যাদের বছরে অন্তত ছয় মাস প্রধান জীবিকা ছিল চাষবাস, তারা পেশাগত মর্যাদা হারিয়েছেন (*সাইনাথ, 2020*)। 1995-2018 সাল পর্যন্ত দেশে 3,32,303 জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। কৃষিমুল্য হ্রাস, ঋণ, খরা-বন্যায় ফসল নষ্ট হওয়ার কারণে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় দুই হাজার জন কৃষিকাজ ছেড়েছেন। কৃষির সংকট শুধু কৃষিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই, কৃষির সঙ্গে যুক্ত গ্রামের অন্যান্য পেশার মানুষও আক্রান্ত হয়েছেন, জীবিকা হারিয়েছেন। শুধু গ্রাম থেকে পরিযায়ী শ্রমিকরা এসেছে তা নয়, ছোটো শহর থেকে বড় শহরেও তারা গিয়েছে। অস্থায়ী পরিযায়ী দের মত মরশুমি পরিযায়ীরা ও আছেন।

2017 সালের ‘**The Economic Survey**’ তে ‘***India* on the move and churning: New Evidence**’— নামক পরিচ্ছদে, তখনকার সময়ের অভ্যন্তরীণ পরিযায়ী শ্রমিক যারা গ্রামীণ ভারত থেকে শহরাঞ্চলে কাজের খোঁজে আসেন, সেই অন্তর্যরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল 60 মিলিয়ন (*The Indian Express, June 2020)* /

2011 সালের জনগণনা অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গের মোট পরিযায়ীর সংখ্যা 3,34,48,472 জন। এরমধ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা 16,56,952 জন, যার মধ্যে পুরুষ পরিযায়ী শ্রমিক হল 14,29,130 জন এবং মহিলা পরিযায়ী শ্রমিক এর সংখ্যা 2,27,822 জন। অর্থাৎ , মোট পরিযায়ী শ্রমিকের 80.25% পুরুষ, আর 13.74% হল মহিলা। আবার 16,56,952 জনের মধ্যে 9,96,922 জন গ্রাম থেকে এসেছেন।
তাহলে, এটা স্পষ্ট যে, দেশের শিল্পের চাকা মূলত পরিযায়ীর শ্রমের ঘোরে। এদের অর্থনৈতিক আয় যে খুব বেশি নয়— তা উপরের পরিসংখ্যানে সেটা পরিষ্কার।

- **পরিযায়ী শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক পরিচিতি বা অবস্থা :**

‘পরিযায়ী শ্রমিকরা প্রায় সকলেই নিম্নবর্ণের হিন্দু বা মুসলমান’ (*গঙ্গোপাধ্যায়, 2020)*। যদি আমরা পশ্চিমবঙ্গের 2011 সালের জনগণনার তথ্য দেখি, তাহলে দেখতে পাবো যে, এই পরিযায়ী শ্রমিকের 20% তপশিলি জাতি এবং তপশিলী উপজাতি। এছাড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের শিক্ষার হার যদি দেখি, তাহলে দেখতে পাব প্রায় 3 কোটি পরিযায়ীর মধ্যে 34% নিরক্ষর। এই পরিযায়ীরা বেশিরভাগই দলিত, আদিবাসী ও গরীব মুসলিম পরিবারের মানুষ। তাদের এই আর্থ সামাজিক অবস্থা ও পরিচিতি তাদেরকে দূর্বল গোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। সারাদেশে এই পরিযায়ী শ্রমিকের বেশিরভাগ অংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে (informal sector) কাজ করে। সরকার বা বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনগুলো এই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করা পরিযায়ী নিয়ে তেমন কোনো স্পষ্ট নীতি নিতে পারেন নি। শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা যথেষ্ট প্রশ্নের অধীন। সংবাদ মাধ্যমগুলো ও এই অধীনের বাইরে নয়। দেশের 80% মানুষ যেখানে কৃষক ও শ্রমিক, সেখানে কোনো সংবাদ মাধ্যমই এই পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা করেনি। সরকারও তাদেরকে উপেক্ষা করেছে।

- **বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগ, নীতি ও কর্মসূচি এবং তার বাস্তবায়ন :**

যদিও লকডাউন এর মাঝে সরকার এই পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজ আবাসে ফেরার জন্য **'শ্রমিক স্পেশ্যাল'** ট্রেন এর ব্যবস্থা করেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে রেশন এবং পূর্ণ বেতন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু, তা কেবল ঘোষিত থেকেই গিয়েছে। সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা এবং খাদ্য সরবরাহ মন্ত্রকের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে জুন (2020) মাস পর্যন্ত 20,26,000 পরিযায়ী শ্রমিকের হতে রেশন পৌঁছেছে, যেখানে আট কোটি পরিযায়ী শ্রমিকদের বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। ঠিক তেমনি, মজুরির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক যে তথ্যটি উঠে এসেছে , তাতে লকডাউন এ গুজরাটে 92% এবং মহারাষ্ট্রে 59% পরিযায়ী শ্রমিক মজুরি পাননি। **'The Hindu'** তে প্রকাশিত একটি survey তে বলা হয়েছে— 96% পরিযায়ী শ্রমিক সরকারের থেকে রেশন পায়নি এবং তাদের মধ্যে 90% লকডাউন এর সময় কোনো পারিশ্রমিক পায়নি। 'দ্য হিন্দু' সংবাদমাধ্যমের করা ওই সমীক্ষায় ভিন্ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের দৈন্যদশাটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে শুরু করে রেশন বা গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ, তৈরি করা খাবার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি অথবা অর্থকরী সাহায্য— কোনও কিছুই জোটেনি তাঁদের। ওই সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে— গোটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে দুর্দশায় রয়েছেন উত্তরপ্রদেশে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকেরা (*Anandabazar Patrika, 25 এপ্রিল 2020*)। এই ' Human Tragedy' নিয়ে কিন্তু প্রকাশ্যে কোনো শোরগোল হয়নি। যারা এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন, তারা নীরবেই থেকে গিয়েছেন সকল কষ্ট সহ্য করে। শুধু পরিযায়ী-ই নয়, জনজীবনের মূল স্রোত থেকে বাদ পড়ার যন্ত্রণা ভোগ করেছেন সংখ্যালঘুরাও, ধারাবাহিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন গ্রামাঞ্চলে মহিলা, দলিত ও আদিবাসীরা।

***PIB* (2020, SEP 16)** এর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে— লকডাউন চলাকালীন পরিযায়ী শ্রমিকদের অভিযোগগুলি নিষ্পত্তির জন্য কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের হস্তক্ষেপে প্রায় 2 লক্ষ শ্রমিককে তাদের বেতনের বকেয়া হিসাবে 295 কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুবিধার্থে মিশন মোড পর্যায়ে দেশের 116 টি জেলায় **'প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ রোজগার অভিযান'** শুরু করেছে। পরিযায়ী শ্রমিক, অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দিতে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগের ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করে তুলতে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ' **'আত্মনির্ভর ভারতে'র** আওতায় 20 লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ চালু করা হয়েছে ।

***PIB* (2020, SEP 21)** আরও একটি রিপোর্ট এ বলা হয়েছে—যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক লকডাউনের দরুন নিজেদের গ্রামে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন,তাদের কর্মসংস্থানের এবং জীবনজীবিকার লক্ষ্যে ভারত সরকার গত 20th জুন, 2020 তে গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযানের সূচনা করে। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হলো, গ্রামীন পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগের মতন আধুনিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। দেশের 6 টি রাজ্যের 116 টি জেলায় এই অভিযানের জন্য 50,000 কোটি টাকার কর্মসূচী নেওয়া হয়।

আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের অধীনে, ভারত সরকার '*MGNREGA*' তে অতিরিক্ত 40,000 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এর দরুন 300 কোটির মতন অতিরিক্ত শ্রমদিবস সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। আরও কাজের সুযোগ এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের বর্ষাকালেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে ।

উপসংহার: পরিশেষে, এটা বলা যায় যে, ভারতে পরিযায়ী শ্রমিকরা একটি বিরাট অংশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এরা মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে। করোনা মহামারী তাদের জীবনে যে ছাপ ফেলেছে, তা হয়তো মুছে যাওয়ার নয়। যার সবথেকে বেশি প্রভাব পড়েছে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে। ভারতের অর্থনীতির মূল ভীত দাঁড়িয়ে আছে কৃষি ও শিল্পের উপর। স্পষ্টভাবে বললে, পরিযায়ী শ্রমিকদের শ্রমের উপর। তাই কোনো কারণে যদি এই সকল মানুষের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে , তাহলে তার ফল হবে কিন্তু খুবই মারাত্মক। শুধুমাত্র পরিযায়ী শ্রমিকরা হারিয়ে যাবেন , তা নয়। বরং, তার সাথে দেশের আর্থিক ব্যবস্থার ভীতও নড়ে উঠবে। তাই সরকারের উচিত সেদিকে লক্ষ্য রাখা, যাতে এই সকল পরিযায়ী শ্রমিকদের কোনরকম সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়। আর যদিও বা সম্মুখীন হতে হয়, সেক্ষেত্রে তা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথ বা উপায় যেনো সরকার বার করে রাখে। পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা যাতে কোনোভাবে বিঘ্নিত না হয়, সেক্ষেত্রে সরকারের উচিত বিভিন্ন নীতি ও উদ্যোগ গ্রহণ করে তার বাস্তবায়িত করা, তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা। '**MGNREGA**' র মত নীতির আওতায় যেন এই সকল পরিযায়ী মানুষের স্থান হয় । তারা তাদের প্রাপ্য বেতন ও অধিকারটুকু থেকে কোনোভাবে বঞ্চিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, —এদের উন্নয়ন ঘটলে তবেই ' **আত্মনির্ভর ভারত** ' কর্মসূচি সফল হবে, একটি নতুন ভারত গঠন করা সম্ভবপর হবে।

তথ্যসূত্র:

1. Jain, Priyanka & Sharma, Amrita (2018). Super exploitation of Adivasi Migrant Workers: The political economy of migration from southern Rajasthan to Gujarat— SAGE journal, Vol-3, Issue-1, pp 63-99. (https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0260107918776569)
2. Sen, Sunanda (2020, June 1). Rethinking Migration and the informal India economy in the time of a Pandemic — The Wire (https://thewire.in/economy/rethinking-migration-and-the-informal-indian-economy-in-the-time-of-a-pandemic)
3. Samaddar, Ranbir (2020, July 1). Not just the Media organised politics too failed India's Migrant Workers— The Wire (https://thewire.in/politics/migrant-workers-political-parties-failure)
4. Sircar, Jawar (2020, May 29). A long look at exactly why and how India failed its Migrant Workers. The Wire (https://thewire.in/labour/lockdown-migrant-workers-policy-analysis)
5. Sharma, Krishnavatar (2017, October 1). India has 139 million internal migrants, they must not be forgotten —World Economic Forum (WEF), (https://www.weforum.org/agenda/2017/10/india-has-139-million-internal-migrants-we-must-not-forget-them/)
6. সাইনাথ, পি. (2020, May 11). এই পরিযায়ী স্রোত কি নতুন! — গণশক্তি (http://ganashakti.com/bengali/coronavirus-lockdown-india-experienced-workers)

7. আইচ, দেবাশিষ (2020, April 10). করোনা শেখালো কাকে বলে পরিযান, কারাই বা পরিযায়ী— groundxero (https://www.groundxero.in/2020/04/10/corona-taught-us-who-are-the-migrants/)
8. সামন্ত, গোপা ও রায়, সুমিত (2019, Nov 10). পরিযায়ী শ্রমিক, সামাজিক সুরক্ষা ও নগর অর্থনীতি— আনন্দবাজার পত্রিকা (https://www.anandabazar.com/editorial/feature-on-problems-of-migratory-labourers-1.1068985)
9. দাস, তাপস (2020, April 6). সারা দেশের পরিযায়ীরা - একটি বিশ্লেষণ— Indian Express Bangla (https://bengali.indianexpress.com/explained/migrant-workforce-of-india-analysis-209457/)
10. গঙ্গোপাধ্যায়, বোলান (2020, May 11). এখানেও সেই একই রাজনীতি— আনন্দবাজার পত্রিকা (https://www.anandabazar.com/editorial/coronavirus-lockdown-the-difficulties-faced-by-stuck-migrant-workers-at-maharashtra-1.1148309)
11. Indian Express , 2020, April 6 (https://indianexpress.com/article/explained/coronavirus-india-lockdown-migran-workers-mass-exodus-6348834/)
12. Census of India, 2011 (https://censusindia.gov.in/2011census/migration.html)
13. Economic Survey. 2016-17 (https://www.indiabudget.gov.in/budget2017-2018/survey.asp)
14. Press Information Bureau (PIB) (2020, Sep 16). (https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1655027)
15. Press Information Bureau (PIB) (2020, Sep 21). (https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1657539)